SHORT QUESTION FOR 1ST SEMESTER

MODULE-1

Q.চাহিদা (Demand) কাকে বলে ?
-ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা সমর্থিত ক্রয়ের ইচ্ছাকে চাহিদা বলা হয়।

Q.চাহিদার সূত্র কি ?

–ক্রেতার আয়, রুচি, পছন্দ, অন্যান্য দ্রব্যের দাম ইত্যাদির বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থাকলে কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদার হ্রাস পায় এবং দাম হ্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় ——-এটাই চাহিদার সূত্র।

Q.চাহিদা রেখা অঙ্কন কর ?

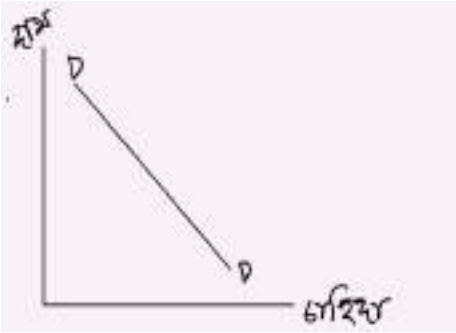

Q.গিফেন দ্রব্য কাকে বলে ?
–গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কাজ করে না। এ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম কমলে চাহিদা কমে, দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে, যখন অন্যান্য বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থাকে।

Q.নিকৃষ্ট দ্রব্য (Inferior goods)কাকে বলে?
–অন্যান্য বিষয়ের অপরিবর্তিত অবস্থায় ক্রেতার আয় বাড়লে যে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা কমে তাকে নিকৃষ্ট দ্রব্য বলা হয় ।

Q.সাধারণ দ্রব্য (Normal goods)কাকে বলে?
–অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় যে সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে, আয় কমলে চাহিদা কমে তাদের সাধারণ দ্রব্য বলে ।

Q. পরিবর্ত দ্রব্য (Substitute goods)কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
–যে সকল দ্রব্য একই ধরনের প্রয়োজন বা চাহিদা মেটায় তাদের পরিবর্ত বা বিকল্পদ্রব্য বলে ।চা এবং কফি পরস্পরের বিকল্প দ্রব্য ।

Q.পরিপূরক দ্রব্য কাকে বলে ?উদাহরন দাও।

APARNA BISWAS

–যে সমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে ছাড়া ভোগ বা ব্যবহার করা যায় না তাদের পরস্পরের পরিপূরক দ্রব্য বলে। যেমন স্কুটার, পেট্রোল ।

Q.চাহিদার আয় গত স্থিতিস্থাপকতার (Income elasticity of demand) সংজ্ঞা দাও ।

-অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় ব্যক্তির আয়ের 1 শতাংশ পরিবর্তন ঘটলে কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণে যত শতাংশ পরিবর্তন ঘটে তাকে ঐ দ্রব্যের চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলা হয় ।

চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা = চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন / ভোগ কারীর আয়ের শতকরা পরিবর্তন

Q.চাহিদার দাম গত স্থিতিস্থাপকতা (Price elasticity of demand)কাকে বলে ?
–অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোন দ্রব্যের দামের এক শতাংশ পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণের যত শতাংশ পরিবর্তন ঘটে তাকে চাহিদার দাম গত স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

চাহিদার দাম গত স্থিতিস্থাপকতা = চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন / দামের শতকরা পরিবর্তন।

Q.চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা (Cross price elasticity of demand)কাকে বলে?
–অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় কোন দ্রব্যের সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের(Y) দামের এক শতাংশ পরিবর্তন হলে ওই দ্রব্যের(X) চাহিদার শতকরা যত ভাগ পরিবর্তন হয় তাকেই চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।
চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা = X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন / Y দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তন।

Q.চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্য দুটির প্রকৃতি কিরূপ?

-চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হলে দ্রব্য দুটি পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্য।

Q.চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান ঋণাত্মক হলে দ্রব্য দুটির প্রকৃতি কিরূপ?
– চাহিদার পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান ঋণাত্মক হলে দ্রব্য দুটি পরিপূরক দ্রব্য

Q.চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য হলে চাহিদা রেখা আকৃতি কেমন হবে ?
–চাহিদার দাম গত স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য হলে চাহিদা রেখা উলম্ব অক্ষের সমান্তরাল হবে যখন দাম উলম্ব অক্ষে এবং চাহিদা অনুভূমিক অক্ষে মাপা হবে।

APARNA BISWAS

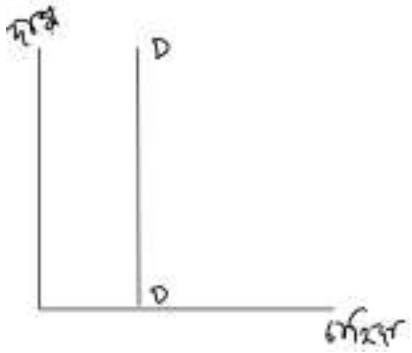

Q.চাহিদার দাম গত স্থিতিস্থাপকতার মান অসীম হলে চাহিদা রেখার অংকন করো।
–চাহিদার দাম গত স্থিতিস্থাপকতার মান অসীম হলে চাহিদা রেখা অনুভূমির কক্ষের সমান্তরাল হবে যখন চাহিদা অনুভূমির কক্ষে এবং দাম উলম্ব অক্ষে মাপা হবে।

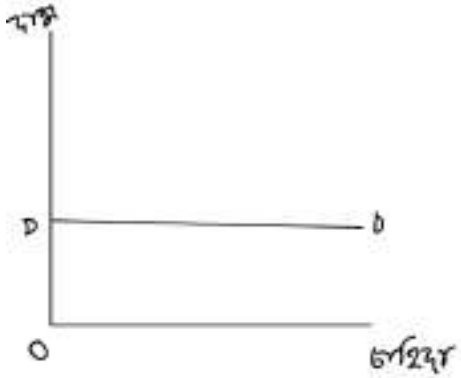

APARNA BISWAS